যায়যায়দিন

তারিখ 12 MAR 2008
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম 2

গণসাক্ষরতা অভিযানের জরিপ

মাগুরার ৩২ ভাগ শিক্ষার্থীই এসএসসির আগে ঝরে পড়ে

মাগুরা প্রতিনিধি

মাগুরার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মাঝপথে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। প্রাথমিক স্তরের চেয়ে মাধ্যমিক স্তরে ঝরে পড়ার সংখ্যা বেশি। গণসাক্ষরতা অভিযানের আওতায় স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা রোভা কর্তৃক পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, প্রতি বছরে যে পরিমাণ শিক্ষার্থী ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয় তার ৩২ শতাংশ ছাত্রছাত্রী এসএসসি উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই ঝড়ে পড়ে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় স্তরে ঝরে পড়ার হার ১৮ শতাংশ।

পরিসংখ্যান মতে, মাগুরার চার উপজেলার ৩৬ ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৬১৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যার মধ্যে ২৬৭টি সরকারি, ২২২টি বেসরকারি, পরীক্ষণ বিদ্যালয় ১টি, ৩২টি কিন্ডারগার্টেন ও ৯২টি এবতেদায়ী মাদ্রাসা। এসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি উপযোগী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১ লাখ ১৭ হাজার ৪৬০জন। যার ৯৯ ভাগই প্রাথমিক স্তরে ভর্তি হয়। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার আগেই ১৮ শতাংশ ছাত্রছাত্রী নিয়মিতভাবে ঝরে পড়ে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী জেলায় প্রথম শ্রেণীতে মোট ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রী ছিল ১৬ হাজার ৩৬ জন। ভর্তি হওয়া এসব ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ১৩ হাজার ২২৯ জন শিশু লেখাপড়া অব্যাহত রেখেছে। ঝরে পড়েছে ২৮৩৪ জন শিক্ষার্থী। এছাড়া মাধ্যমিক স্তরে ৩২ শতাংশ এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার আগেই ঝরে পড়ে। তবে ঝরে পড়ার হার মাদ্রাসার ক্ষেত্রে ৪৮ শতাংশ। এসব শিশুর ঝরে পড়ার কারণ হিসেবে গ্রাম পর্যায়ে অভিভাবকদের অসচেতনতা ও দারিদ্র্যকে দায়ী করা হয়। বিশেষ কারণে প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষি নির্ভর পরিবারগুলোতে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীকে একটু বড় হলেই বাবার সঙ্গে কৃষি কাজে নিয়োজিত হতে হয়।